স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতিবাজদের ক্ষমা হবে না

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, করোনা দুর্যোগের সময় মানুষের সঙ্গে যারা প্রতারণা করে মানুষের আস্থা নষ্ট করে, মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে- তাদের সরকার ক্ষমা করবে না। যে দুটি প্রতিষ্ঠান প্রতারণা করেছে তাদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

তারা যে অন্যায় করেছে তার শাস্তি অবশ্যই পাবে। কোনো দুর্নীতিবাজকে সরকার প্রশ্রয় দেবে না। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার নিজ বাড়িতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক তার প্রয়াত বাবা কর্নেল এমএ মালেকের ২০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণসভায় এসব কথা বলেন।

সামাজিক দূরত্ব মেনে স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন- জেলা প্রশাসক এসএম ফেরদৌস, পুলিশ সুপার রিফাত রহমান শামীম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম, সাটুরিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুল মজিদ ফটো, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রমজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুলতানুল আজম খান আপেল, সাংগঠনিক সম্পাদক সুদেব সাহা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি লিয়াকত আলী, মানিকগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইসরাফিল হোসেন প্রমুখ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, করোনাভাইরাস একটি নতুন দুর্যোগ; এ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। করোনাকালীন দেশে ৭৫টি ল্যাব নির্মিত হয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্যসেবা অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে ভালো।

আপনারা দেখছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ভালো কাজ করছে, তারপরেও কিছু ব্যক্তি সমালোচনা করছেন। তাদের কাজ হল ভালো কাজকেও সমালোচনা করা। এসব সমালোচনাকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। সূত্র-যুগান্তর

গার্মেন্ট কর্মীদের কর্মস্থল ত্যাগ না করার আহ্বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

ঈদের ছুটিতে কর্মস্থল ত্যাগ না করার জন্য গার্মেন্ট কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

তিনি বলেছেন, সরকারি ছুটির সঙ্গে মিলিয়ে গার্মেন্ট কর্মীদের ছুটি দেয়া হবে। পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের বেতন, বোনাস ও ছুটি প্রদানসহ শিল্প এলাকায় সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কিত সভা শেষে বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই আহ্বান জানান।

এসময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আসন্ন ঈদের ছুটি তিন দিনই থাকছে। এই ছুটি বাড়ানো হবে না। করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে ছুটিকালীন কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না। গার্মেন্ট কর্মীরাও কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় রাষ্ট্রপতির ছোট ভাইয়ের মৃত্যু

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের ছোট ভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক আবদুল হাই করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) শুক্রবার (১৭ জুলাই) রাত পৌনে ২টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। (ইন্না লিল্লাহি…. রাজিউন) ।

রাষ্ট্রপতির পরিবার ঘনিষ্ঠ ও আত্মীয় মাহবুবুল আলম সাজ্জাদ যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, করোনা উপসর্গ দেখা দিলে গত ২ জুলাই রাষ্ট্রপতির সহকারী একান্ত সচিব ও তার ছোট ভাই নমুনা পরীক্ষা করান। এ পরীক্ষায় কোভিড-১৯ পজেটিভ শনাক্ত হলে তিনি তিনদিন হোম আইসোলেশনে থাকেন এবং ৫ জুলাই ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি হন।

এর আগে তার একমাত্র পুত্রসন্তান সাইফ মোহাম্মদ ফারাবীর নমুনা পরীক্ষায়ও কোভিড-১৯ পজেটিভ ধরা পড়ে। তবে,তিনি হোম আইসোলেশনে থেকেই সেরে ওঠেন।

মৃত্যুকালে অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলেসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী এবং শুভার্থী রেখে গেছেন। সূত্র-যুগান্তর

ঢাবির সাবেক ভিসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমাজউদ্দীন আর নেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমাজউদ্দীন আহমেদ মারা গেছেন।

শুক্রবার ভোররাতে ধানমণ্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালে হার্ট অ্যাটাক হয়ে তার মৃত্যু হয়।

তার মেয়ে দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

তিনি আরও বলেন, শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে গতকাল রাত ২টার দিকে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভোর ৫টার দিকে হার্ট অ্যাটাক করেন তিনি।

তার মেয়ে জানান, হাসপাতালে নেয়ার আগে তার মধ্যে অসুস্থতার কোনো চিহ্ন ছিল না।

আনুষ্ঠানিকতা শেষে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে বলে জানিয়েছেন জিন্নাত আরা নাজনীন।

১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এমাজউদ্দীন আহমদ।

এমাজউদ্দীন আহমদ বিএনপির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং দলটির নীতি-নির্ধারণে তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হতো। সূত্র-যুগান্তর

ঈদের ছুটিতে গণপরিবহন চলবে: সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আসন্ন ঈদুল আজহার ছুটিতে গণপরিবহন চলাচল করবে। সড়ক পরিবহনমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ঈদে গণপরিবহন চলাচল বিষয়ে এক ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ঈদে গণপরিবহন চলাচল নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। আমি দেশবাসীকে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাই, আসন্ন ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী গণপরিবহন চলাচল করবে। তবে প্রতি বছরের ঈদযাত্রার মতো ভারী পরিবহন তিনদিন আগে বন্ধ থাকবে। এরমধ্যে জরুরি সার্ভিস, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যেমন, পচনশীল দ্রব্য ছাড়াও ওষুধ, গার্মেন্টস সামগ্রী ও পশুবাহী গাড়ি নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিস্তারিত জানাবে বলে তিনি জানান।

আরো পড়ুন: দেশে বনভূমির পরিমাণ ২৫ শতাংশে উন্নীত করবো: প্রধানমন্ত্রী

ওবায়দুল কাদের বলেন, আমি সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদযাত্রায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানাচ্ছি। না হয় ঈদের আনন্দ অচিরেই বিষাদে রূপ নিতে পারে। কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি না মানলে করোনা সংক্রমণের মাত্রা উচ্চ ঝুঁকিতে পৌঁছে যাবে বলে ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলন, আসুন আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার নির্দেশনাগুলো প্রতিপালন করি। স্বাস্থ্যসুরক্ষা, নিজেদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি। আমরা ঘরে অবস্থান করি। যার যার কর্মস্থলে অবস্থান করি। এটাই সবার কাছে প্রত্যাশা। বাসস

সূত্র- ইত্তেফাক

বন্যায় দেশের ১৮ জেলা প্লাবিত, ৮ জনের মৃত্যু

বন্যায় এখন পর্যন্ত দেশের ১৮ জেলা প্লাবিত হয়েছে জানিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান বলেছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পদ্মা অববাহিকা এলাকায় পানি বাড়বে।

তিনি জানান, প্লাবিত জেলাগুলোর উপজেলা ৯২টি ও ৫৩৫টি ইউনিয়নে বন্যায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ২২ লাখ ৪৬ হাজার ৪৭২ জন। বন্যায় জামালপুরে চারজন এবং লালমনিরহাট, সুনামগগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইলে একজন করে মোট আটজন মারা গেছেন। পানিবন্দি ৪ লাখ ৮৭ হাজার ৩৭৬টি পরিবার।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী। এসময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ সচিব মো. মোহসীন উপস্থিতি ছিলেন।
বন্যায় জামালপুরে চারজন এবং লালমনিরহাট, সুনামগগঞ্জ, সিলেট ও

টাঙ্গাইলে একজন করে মোট আটজন মারা গেছেন জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এবারের বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমরা আশা করছি। কারণ নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। যেসব নদীর পানি বাড়ছে সেগুলোর পানি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমতে শুরু করবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের প্রতিবেদন তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি স্থিতিশীল রয়েছে। অপরদিকে যমুনা নদীর পানি বাড়ছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কমতে শুরু করবে এবং যমুনা নদীর পানি স্থিতিশীল হবে।

তিনি বলেন, গঙ্গা-পদ্মার নদীর পানি বাড়ছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত এ পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। কুশিয়ারা ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনার প্রধান নদীগুলোর পানি কমছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিলেট, সুনামগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলার বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হতে পারে। অপরদিকে গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, নাটোর ও নওগাঁ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে। ‘আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী ও ঢাকার নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে।’

বন্যায় আক্রান্ত ১২ জেলায় এক হাজার ৫৪৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে জানিয়ে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ৩০ হাজার ৭০৫ জন মানুষ এবং ৫৬ হাজার ৩১টি গবাদিপশু আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রে আনসার, গ্রাম পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও এনজিও প্রতিনিধিরা কাজ করছেন।

বন্যায়র কারণে সরকার ৫৯৬টি মেডিকেল টিম গঠন করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, এরমধ্যে বর্তমানে ১৯৭টি টিম কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্রে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সবাইকে মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ধানকাটা শেষ হওয়ায় বন্যায় ধানের ক্ষতি হয়নি জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাট, ডাল ও শাক সবজির ক্ষতি হয়েছে। আমন ধানের বীজতলা

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কৃষি মন্ত্রণালয় উঁচু জায়গায় আমনের বীজতলা করে কৃষকদের বিনামূল্যে তা সরবরাহ করবে।

প্রতিমন্ত্রী ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে বলেন, আক্রান্ত এলাকায় চার হাজার ৮৫০ টন চাল বিতরণ এবং এক কোটি ৯১ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে ৩৫ হাজার ৮২২ প্যাকেট। শিশুখাদ্য কেনা বাবদ ২১ লাখ ও পশু খাদ্যের জন্য ২১ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার সুযোগ নেই’

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার কোন সুযোগ নেই। বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা এবং বিভিন্ন অনুবিভাগের প্রধানদের সাথে ‘ভার্চুয়াল’ আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে। মন্ত্রণালয়সমূহ অনেক কাজেই এই মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া করোনাকালীন কিছু ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে কাজ হলেও আমাদেরকে অধিক সর্তকতা ও গতিশীলতার সাথে কাজ করতে হয়েছে। এই সংকটকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হয়েছে। জনপ্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল মন্ত্রণালয়, তাই এই মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা নিজেদেরকে ‘ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম’ এর সাথে অভ্যস্ত করতে পেরেছি। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন হয়েছে। ফলে আমরা এই সংকটকালীনও অনেক নিরাপদে থেকে কাজ করে যেতে পারছি।

তিনি বাংলাদেশকে এই সক্ষমতার জায়গায় আনতে পেরেছিলেন বলেই আজ আমরা প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পেরেছি। সারা বিশ্ব যখন একটি বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রেখে অত্যন্ত সাবলীলভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

প্রতিমন্ত্রী ভবিষ্যতে জনগণকে আরো দ্রুত ও কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় অর্থবহভাবে ও সক্রিয়তার সাথে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) এর মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন কমিশনার, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পরিচালক, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগের প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সূত্র- ইত্তেফাক

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সাড়ে ২২ লাখ মানুষ, ৮ জনের মৃত্যু

সম্প্রতি দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে বন্যায় এখন পর্যন্ত আটজনের মৃত্যু হয়েছে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ২২ লাখ ৪৬ হাজার ৪৭২ জন মানুষ।

সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার সচিবালয় থেকে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত বন্যায় ১৮টি জেলার ৯২ উপজেলার ৫৩৫টি ইউনিয়ন দুর্গত হয়েছে। ২২ লাখ ২৬ হাজার ৪৭২ জন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। জামালপুরে চারজন এবং লালমনিরহাট, সুনামগগঞ্জ, সিলেট ও টাঙ্গাইলে একজন করে মোট আটজনের মৃত্যু হয়েছে বন্যাজনিত কারণে।

বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ১২ জেলায় এক হাজার ৫৪৪টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে জানিয়ে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, সেখানে ২০ হাজার ৭০৫ জন মানুষ এবং ৫৬ হাজার ৩১টি গবাদিপশু আশ্রয় পেয়েছে। ৫৯৬টি মেডিকেল টিম গঠন করা হলেও এর মধ্যে ১৯৭টি টিম কাজ করছে। আশ্রয়কেন্দ্রে আনসার, গ্রাম পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক ও এনজিও প্রতিনিধিরা কাজ করছেন।

কভিড-১৯ মহামারির মধ্যে আশ্রয়কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি এবং সামাজিক দূরত্বের নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি সবাইকে মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী।

আশ্রয়কেন্দ্রে রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে ডা. এনামুর রহমান বলেন, এই খবার তৈরি ও বিতরণের কাজে সহায়তা করতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সব জেলায় ধান কাট শেষ হওয়ায় বন্যায় ধানের ক্ষতি হয়নি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, পাট, ডাল ও শাকসবজির কিছু ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া আমন ধানের বীজতলাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ক্ষতি সামলাতে কৃষি মন্ত্রণালয় উঁচু জায়গায় আমনের বীজতলা করে কৃষকদের বিনামূল্যে তা সরবরাহ করবে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য তুলে ধরে এনামুর বলেন, এবারের বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলে আমরা আশা করছি। কারণ নদ-নদীর পানি কমতে শুরু করেছে, যেসব নদীন পানি বাড়ছে সেগুলোর পানি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমতে শুরু করবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

গঙ্গা ও পদ্মার পানি আগামী ৪৮ ঘণ্টা বেড়ে এরপর কমার পূর্বাভাস রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর পানি কমছে। ফলে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। গাইবান্ধ, বগুড়া, জামালাপুর, নাটোর ও নওগাঁ জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে।

তবে আগামী এক দিনে সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ,

ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী ও ঢাকা জেলার নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলেও প্রতিমন্ত্রী জানান।

সূত্র- কালের কন্ঠ

আদালতে নিজেকে করোনা রোগী দাবি করল রিজেন্ট সাহেদ

আদালতের কাঠগড়ায় নিজেকে করোনা রোগী দাবি করেছেন রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মো. সাহেদ করিম ওরফে রিজেন্ট সাহেদ। তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, আমি নিজেও করোনা রোগী। আমার বাবা করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। একমাত্র আমিই বেসরকারি হাসপাতালে করোনা রোগীর চিকিৎসা সেবা দেই। আমি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নই।

বৃহস্পতিবার ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে তোলা হলে রিমান্ড শুনানির মাঝখানে বিচারককে তিনি এসব কথা বলেন।

এদিন সকালে পুলিশ মো. সাহেদ ও রিজেন্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনার পরিচালক মাসুদ পারভেজকে মুখ্য মহানগর হাকিমের উপস্থাপন করে রিমান্ডের আবেদন করে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের শুনানি শেষে বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করেন তার কিছু বলার আছে কিনা। তখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাহেদ নিজেকে করোনা রোগী দাবি করে এসব কথা বলেন।

এর আগে মো. সাহেদ ও মাসুদ পারভেজকে হাতকড়া পরিয়ে ও কোমরে দড়ি দিয়ে বেধে সকালে আদালতে নেয়া হয়। এ সময় তাদের মাথায় হেলমেট ও গায়ে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ছিল।

এরপর উত্তরা পশ্চিম থানার মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা এসএম গাফফারুল আলম রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহেদ ও এমডি মাসুদ পারভেজকে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক ১০

দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। একই মামলার আরেক আসামি তরিকুল ইসলাম ওরফে তারেক শিবলীকে পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে আবার ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন একই তদন্ত কর্মকর্তা। শুনানি শেষে বিচারক সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে বুধবার ভোরে রিজেন্ট সাহেদকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা সাতক্ষীরা সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে আটক করে র্যাব। র্যাবের দাবি, তিনি নৌকাযোগে নদী পার হয়ে ভারতে পালানোর চেষ্টা করছিলেন।

নৌকায় ওঠার ঠিক আগ মূহুর্তে নদীর পাড় থেকেই তাকে গ্রেফতারের কথা জানিয়েছেন র্যাব কর্মকর্তা তোফায়েল মোস্তফা সরোয়ার।

গ্রেফতারের পর তাকে হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় ও ঢাকার উত্তরায় তাকে নিয়ে একটি অভিযান চালায় র্যাব।

পরে ব্রিফিংয়ে র্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ঢাকায় অভিযান চালিয়ে মো. সাহেদের একটি অফিস থেকে তারা জাল টাকা উদ্ধার করেছেন।

বুধবার বিকালেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাকে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে র্যাব।

টেস্ট না করেই করোনাভাইরাস পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট দেয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে গত ৭ জুলাই সিলগালা করে দেয়া হয়েছে ঢাকার উত্তরায় রিজেন্ট হাসপাতাল ও রিজেন্ট গ্রুপের প্রধান কার্যালয়।

সে সময় থেকেই প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মো. সাহেদ পলাতক ছিলেন।

রিজেন্ট হাসপাতাল ও গ্রুপের মালিক ও এমডিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। প্রতারণার মামলায় এর আগে আরও ১০ জনকে আটক করা হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

২ লাখ ছুঁই ছুঁই সংক্রমণ

কোভিড-১৯ মহামারীর দাপট কমছে না কিছুতেই। দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যু বেড়েই চলেছে। করোনাভাইরাসে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা আরও একটি ছয় অংকের (লাখ) কোটা পার করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

সবশেষ চব্বিশ ঘণ্টায় ২ হাজার ৭৩৩ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এতে করে দেশে কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানানো হয়।

দেশে এখন পর্যন্ত করোনায় মারা গেছেন ২ হাজার ৪৯৬ জন। মোট শনাক্ত হয়েছে ১ লাখ ৯৬ হাজার ৩২৩ জনের।

ব্রিফিংয়ে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৯৪০ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৬ হাজার ৯৬৩ জন।

গতকাল বুধবার দেশে করোনায় সংক্রমিত ৩ হাজার ৫৩৩ জন শনাক্ত হওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। মারা গিয়েছিলেন ৩৩ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সবশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১২ হাজার ৮৮৯ টি নমুনা পরীক্ষা করে ভাইরাসটির সংক্রমণ পাওয়া গেছে আরও ২ হাজার ৭৩৩ জনের শরীরে।

গত বছরের শেষ দিকে চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী বাংলাদেশে প্রথম ধরা পড়ে ৮ মার্চ।প্রথম মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

প্রথম শনাক্তের পর দেশে করোনারোগী সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়ায় ২ জুন। এরপর করোনার সংক্রমণ বেশি দ্রুততর হয়েছে।

গত ১৮ জুন দেশে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়ে যায়। সেখান থেকে তা দেড় লাখে পৌঁছাতে সময় লাগে ১৪ দিন; ২ জুলাই দেশে শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ৫৩ হাজার ২৭৭ জন।

বাকি সাত দিনে শনাক্তের সংখ্যা ছাড়ায় পৌনে দুই লাখ। ৯ জুলাই

দেশে কেরোনা রোগী ছিল ১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৯৪ জন। সেখান থেকে এক সপ্তাহে পৌঁছাল ১ লাখ ৯৬ হাজারে।

মৃত্যুর সংখ্যাও সময়ের সঙ্গে বাড়ছে দেশে। চব্বিশ ঘণ্টায় ৩৯ জনসহ মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪৯৬ জনে।

সূত্র- যুগান্তর